সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
খন্দকার সাবেরা ইসলাম
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ, কে, ফজলুল আহাদ
মোহাম্মদ আবুল কাশেম, ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
কে, এম, সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
ও ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ
সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক
মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
দেলওয়ারা বেগম, ডিজিএম
এ, কে, এম এনামুল হক, এজিএম
রুবেল আহমেদ, এসপিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন উর্ধ্বমুখী ও টেকসই করতে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে এই ব্যাংকের অবদান। ব্যাংকটি একদিকে যেমন নিয়মিতভাবে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে সরকারকে বড় অংকের কর প্রদান করে, অন্যদিকে দেশব্যাপি বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে। এসবের আওতায় প্রতি বছর ব্যাংকটি কোনোরকম চার্জ বা ফি ছাড়াই সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসহ অধিকাংশ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সেবা দিয়ে থাকে। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত উচ্চবিত্তের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে জনতা ব্যাংক বিরতিহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এতে সর্বসাধারণের জীবনমানের পাশাপাশি উন্নত হচ্ছে দেশের সার্বিক অর্থনীতি।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকামী কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করবার জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এ মহতী প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার।

জনতা ব্যাংক সহস্রায়ু হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৬ষ্ঠ বর্ষ | ২য় সংখ্যা | জুন ২০১৯

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গত ৮ মে, ২০১৯ তারিখে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফজলুল হক এবং ব্যাংকের পরিচালক খন্দকার সাবেরা ইসলাম, মসিহ্ মালিক চৌধুরী এফসিএ, এ, কে, ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, অজিত কুমার পাল এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী, কে, এম, শামছুল আলম ছাড়াও ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম, কোম্পানি সচিব হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ, এসিসিএসহ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লুনা সামসুদ্দোহা
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংকের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, 'বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যমতে ২০১৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জিডিপি অর্জনকারী পাঁচ দেশের একটি হবে বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়াটা এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, একটি সম্ভাবনা। দেশের এমন অগ্রযাত্রার অন্যতম অংশীদার হিসেবে জনতা ব্যাংককে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। জনতা ব্যাংক কোনো প্রকার ফি/চার্জ না নিয়ে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Safety Net Program)সহ নানা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৬২৫ কোটি টাকা। এ সকল দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও জনতা ব্যাংক ২০১৮ সালে ৯৭৯ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।'

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ
সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সরকারের নির্দেশনানুযায়ী ঋণের সুদ হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কঠোর অনুশাসনের ফলে জনতা ব্যাংক অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও ব্যবসায়িক সূচকে ইতিবাচক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের যথাযথ নীতি নির্ধারণ, সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তদারকি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের অব্যাহত প্রচেষ্টা।' পরে তিনি ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণসহ ভবিষ্যত কর্মপন্থা তুলে ধরেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ২০১৯ সালে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন,'ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৯-এর কার্যকর বাস্তবায়নসহ ইতিবাচক মানসিকতা ও যুগোপযোগী ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক ২০১৯ সালে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে।'

শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

ঢাকা-উত্তর

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের আওতাধীন শাখাসমূহের ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ২০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বিভাগীয় কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোঃ জিকরুল হক। বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-উত্তরের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মুর্শেদুল কবীরের সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের জিএম মোঃ আব্দুল জব্বার, সংশ্লিষ্ট এরিয়া প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ সম্মেলনে অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইও অ্যান্ড এমডি ২০১৯ সালে ব্যাংকের সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার নিমিত্তে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুচারুভাবে কাজ করার জন্য উপস্থিত নির্বাহী-কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

খুলনা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিভাগের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের সম্মেলন গত ২১ জুন, ২০১৯ তারিখে খুলনার সিটি ইন হোটেলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, আরএমডি'র জিএম খন্দকার আতাউর রহমান এবং সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্ল্যাহ এফসিএ, এসিসিএ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ মাহবুবর রহমান।

কুমিল্লা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের কুমিল্লা বিভাগের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ২৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কুমিল্লা ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ফজলুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ক্রেডিট ডিভিশনের জিএম খন্দকার আতাউর রহমান। বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোহাম্মদ সাইফুল আলমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিভাগের সকল শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা-দক্ষিণ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের আওতাধীন সকল শাখার ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে রাজধানীর অ্যারিস্টোক্র্যাট ব্যাঙ্কোয়েট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ আহ্সান উল্লাহ্'র সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের জিএম মোঃ আব্দুল জব্বার, সংশ্লিষ্ট এরিয়া প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ সম্মেলনে অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিইও অ্যান্ড এমডি ২০১৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ব্যাংকের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

নওগাঁ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস নওগাঁর আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ৪ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে স্থানীয় সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামান। এরিয়া প্রধান, ডিজিএম মোঃ জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে এরিয়ার সকল শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে সকল লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

যশোর

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস যশোরের আওতাধীন সকল শাখার ব্যবস্থাপকদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলন গত ২৮ মে, ২০১৯ তারিখে যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাহবুবর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন এজিএম মোঃ মিজানুর রহমান। এরিয়া প্রধান, ডিজিএম মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে এরিয়ার সকল নির্বাহী ও শাখাপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

রেমিট্যান্স প্রেরণে ব্যাংকিং চ্যানেল

মোঃ তাজুল ইসলাম
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

সূচনা

ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ, অসংখ্য মা-বোনের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। যার ফলশ্রুতিতে আজ পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিনির্মাণে আমার দৃষ্টিতে তিন শ্রেণির লোকের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমত, আমাদের কৃষক ভাইয়েরা যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে মাটি ফাটিয়ে সোনার ফসল ফলায় এবং যাদের প্রত্যক্ষ অবদানে দেশের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর। দ্বিতীয়ত, আমাদের গার্মেন্টস-এ কর্মরত হাজার হাজার কর্মীগণ যারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তৃতীয়ত, আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনেরা যারা তাদের প্রিয়জনদের মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেন।

জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে রেমিট্যান্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের মতো মধ্যম আয়ের দেশে রেমিট্যান্স হচ্ছে অর্থনীতির প্রাণশক্তি। কেননা, এই রেমিট্যান্সই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অন্যতম উৎস। আমদানির বিপরীতে বৈদেশিক দেনা পরিশোধেও রেমিট্যান্স অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে বাংলাদেশ এখন পদ্মা সেতুসহ অনেক বড় বড় প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে। বিদেশে কর্মরত এ দেশের লাখো মানুষের ঘাম ঝরানো কষ্টার্জিত এ অর্থ তাদের পরিবারের লোকজনের জীবনকে যেমন করেছে দারিদ্র্যমুক্ত ও সচ্ছল, ঠিক তেমনি এ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে করেছে উন্নত। তাই আমাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতায় রেমিট্যান্সের ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে অনন্য।

ব্যাংকিং চ্যানেল

বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা তাঁদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ কোম্পানির মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠান এবং স্বদেশে অর্থ প্রেরণের একমাত্র বৈধ মাধ্যমই হচ্ছে ব্যাংক। প্রবাসীরা যদি যথাযথভাবে সরকারি নিয়ম মেনে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে অর্থ প্রেরণ করেন তাহলে সে অর্থ প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলবহির্ভূত অবৈধভাবে মোবাইল ব্যাংকিং ও হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা বর্তমান সময়ে প্রকটভাবে দৃশ্যমান। এতে সরকার বড় ধরনের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়, যার প্রভাব পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে তার মধ্যে ৪০ শতাংশ আসে ব্যাংকিং চ্যানেলে। বাকি ৬০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ হুন্ডির মাধ্যমে এবং বাকি ৩০ শতাংশ আসে প্রবাসীদের আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে। হুন্ডির মাধ্যমে আসা বৈদেশিক মুদ্রা যেহেতু ব্যাংকে জমা হয় না, তাই দেশের জাতীয় অর্থনীতিতেও এর প্রভাব দৃশ্যমান হয় না।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর উপকারিতা

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স যদি যথাযথ ব্যাংকিং নিয়ম অনুসরণ করে পাঠানো হয়, তাহলে দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি প্রবাসী ঐ ব্যক্তিও বিভিন্নভাবে লাভবান হন। নিচে কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো:

ক) সঠিক ব্যাংকিং নিয়ম অনুসরণ করে রেমিট্যান্স পাঠালে সরকার বড় ধরনের রাজস্ব আয় করতে পারে।

খ) যথাযথ নিয়মে পাঠানো রেমিট্যান্স সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বৈধ উপার্জন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।

গ) সঠিক পথে প্রবাসী আয় প্রেরণ করলে আয়কর রেয়াত এবং বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা যেমন-পুরস্কার, প্রণোদনা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্ভব হয়।

ঙ) ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো শতভাগ ঝুঁকিবিহীন ও নিরাপদ।

চ) এই পন্থায় অর্থ পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখা যায়।

ছ) ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের ডিপোজিটের ওপর ১% হারে বেশি মুনাফা প্রদান করা হয়।

রেমিট্যান্সের বর্তমান অবস্থা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২১ জুন পর্যন্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা ১ হাজার ৬০৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬ শত ৫২ কোটি টাকা। প্রবাসী আয়ের এ পরিমাণ অর্থ অতীতের যে কোনো বছরের চেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য থেকে আরও জানা যায়, ২০১৮ সালে ব্যাংকিং চ্যানেলে এক হাজার ৫৫৭ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০৪ কোটি ডলার বা প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। ২০১৭ সালে এসেছিল এক হাজার ৩৫৩ কোটি ডলার। এর আগের বছর ২০১৬ সালে ছিল এক হাজার ৩৬১ কোটি ডলার। ২০১৫ সালে এসেছে এক হাজার ৫৩১ কোটি ডলার। ২০১৪ সালে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল এক হাজার ৪৯২ কোটি ডলার।

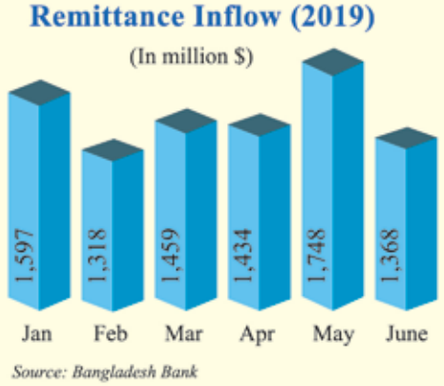

Source: Bangladesh Bank

জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ

আরব আমিরাতে অবস্থিত জনতা ব্যাংকের চারটি বৈদেশিক শাখা (আবুধাবী, দুবাই, আলআইন ও শারজাহ শাখা), ইতালিস্থ দুটি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এবং নিউইয়র্কের একটি এক্সচেঞ্জ হাউসসহ জনতা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ বিদেশি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ও ব্যাংকসমূহ প্রতিদিন যে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে তা ঐ দিনই ফরেন রেমিট্যান্স ডিপার্টমেন্টের নির্ধারিত ই-মেইলে প্রেরণ করে। ফরেন রেমিট্যান্স ডিপার্টমেন্ট (স্পিডি রেমিট্যান্স সেল) কর্তৃক সে দিনই অথবা পরের দিন সকালে প্রাপ্ত বৈদেশিক রেমিট্যান্সসমূহ প্রসেস করে তাৎক্ষণিক JB Remittance Payment Systems-এ Upload করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ তা Download করে পরিশোধ করে। এই পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স ইস্যুর দিন অথবা তার পরের দিন উপকারভোগীর হিসাবে প্রেরিত অর্থ জমা করা হয়। জরুরীভিত্তিতে প্রেরিত রেমিট্যান্সসমূহ সেদিনই উপকারভোগীর হিসাবে জমা করা হয়। জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধিত বৈদেশিক রেমিট্যান্স বেনিফিশিয়ারির হিসাবে জমা হওয়ার বিষয়টি ফরেন রেমিট্যান্স ডিপার্টমেন্ট (এফআরডি) থেকে উপকারভোগীকে এসএসএম-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ২১টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির মাধ্যমে সংগৃহীত রেমিট্যান্স আমাদের অভ্যন্তরীণ সকল শাখা কর্তৃক সরাসরি Web link থেকে Instant download করে Web-based Spot Cash হিসেবে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগ

রেমিট্যান্স প্রেরণের অবৈধ পন্থা বন্ধকরণ তথা সঠিক পথে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী বাংলাদেশীদের আইনগতভাবে অর্থাৎ বৈধ উপায়ে দেশে টাকা প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন নিয়ম-নীতির বন্ধনে তারা সকল তফসিলী ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন অনুশাসনে বর্তমানে অনেকাংশে কমেছে হুন্ডি ব্যবসা, অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ।

পুরস্কার প্রদান

ব্যাংকিং চ্যানেলে শীর্ষ রেমিট্যান্স প্রেরণ ও আহরণকারী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করতে পুরস্কার প্রদানেরও ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ লক্ষ্যে শুধু গত বছরই ৩৭ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০১৭ সালে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে এবং পাঠাতে সহায়তা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ২৯ ব্যক্তি, জনতা ব্যাংকসহ পাঁচটি ব্যাংক ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন তিনটি এক্সচেঞ্জ হাউজকে এই পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য রেমিট্যান্স প্রেরণকারীগণকে CIP হিসেবেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আর্থিক প্রণোদনা

ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতিতে দ্রুত ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে বিধায় সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীগণকে আর্থিক প্রণোদনা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। রেমিট্যান্সের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতি মাসে প্রণোদনার অর্থ ছাড় করবে। এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে রেমিট্যান্স পাঠানোর ওপর প্রবাসী বাংলাদেশিদের ২ শতাংশ হারে প্রণোদনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক হাজার টাকা রেমিট্যান্স পাঠালে প্রবাসীরা প্রণোদনা হিসেবে ২০ টাকা পাবেন। প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়, রেমিট্যান্স প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব এবং বৈধ পথে অর্থ প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রণোদনা হিসেবে চলতি অর্থবছর ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আমাদের করণীয়

সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে একটি বড় বাধা হচ্ছে হুন্ডি। এ জন্য প্রবাসীরা যেন হুন্ডি ব্যবসায়ীদের প্রলোভনে না পড়েন, সেই উদ্যোগ আমাদের আশু গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বাড়ানোর অন্যতম একটি বিষয় হলো এক্সচেঞ্জ রেট। এ ক্ষেত্রে হুন্ডি বা অন্যান্য এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর মানি এক্সচেঞ্জ রেট সবসময়ই ব্যাংকগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় প্রবাসীরা অধিক লাভের আশায় হুন্ডি কিংবা অন্য কোনো অবৈধ পন্থা বেছে নেয়। তাই এ বিষয়টি সুরাহার জন্য এক্সচেঞ্জ রেট সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ওপর বিভিন্ন রকম পুরস্কার ও প্রণোদনা দেয়ার পাশাপাশি বৈধপথে অর্থ প্রেরণের জন্য তাঁদের সকল প্রকার ভোগান্তি দূর করতে হবে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা আরো সহজ করতে হবে। আমাদের প্রবাসী কর্মীরা অনেকেই লেখাপড়া কম জানেন। অর্থ প্রেরণের জন্য ব্যাংকিং প্রক্রিয়া সহজতর করা গেলে তারা ব্যাংকের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হবে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত সার্কুলারের সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ ছাড়া রেমিট্যান্স প্রেরণের সার্ভিস চার্জ অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। কারণ, বহির্বিশ্বে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয় বর্তমানে অনেকাংশে কমে গেছে। সার্ভিস চার্জ এড়ানোর জন্যও অনেকে এখন হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে বৈধ পথে সহজ প্রক্রিয়ায় রেমিট্যান্স পাঠানোয় উৎসাহী করতে সরকার প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ কোনো ধরনের খরচ (চার্জ) ছাড়াই দেশে আপনজনের কাছে পৌঁছে দেবার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। হয়তো খুব শিগগিরই এ সুবিধা পাবেন বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি অভিবাসীরা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সম্প্রতি একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বৈধ পথে বিশেষ করে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনো ধরনের খরচ না নেওয়ার সুপারিশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন এ সংক্রান্ত একটি ধারণাপত্র ইতোমধ্যে তৈরি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। আমাদের বিশ্বাস, প্রবাসীরা সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসব উদ্যোগের প্রতি সাড়া দেবেন এবং বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে তাঁদের ঘাম ঝরানো কষ্টের টাকা নিরাপদে দেশে প্রেরণ করবেন যা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলবে।

উপসংহার

আমাদের বৈদেশিক শাখাসমূহের একটিতে ব্যবস্থাপক হিসেবে আমি প্রায় ৪ বছর কর্মরত ছিলাম। অত্যন্ত গরমের মধ্যে মরুর দেশে কাজ করার কষ্ট এবং যথাসময়ে তাদের পারিশ্রমিক না পাওয়ার বিষয়টি আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের কোমল মনটা পড়ে থাকে মাতৃভূমির আত্মীয়-স্বজনদের নিকট। তাই এই সব প্রবাসী রেমিট্যান্স প্রেরণকারী আমাদের সূর্য-সন্তানদের বিমানবন্দরে আসা-যাওয়াসহ দেশের সর্বাবস্থায় মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে, বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সর্বোপরি তাদের ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের যাবতীয় নাগরিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে।

নবগঠিত সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট সম্পর্কে কিছু কথা

মোঃ জয়নাল আবেদীন
উপমহাব্যবস্থাপক
সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএফডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ০১/১২/২০১৬-এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট গঠন, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স কমিটি গঠন ও কর্মপরিধি প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি: ৭৪৪/১৭, তারিখ: ১৪.০৫.২০১৭ মোতাবেক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের অধীনে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

উপরোক্ত নির্দেশ বিজ্ঞপ্তির আলোকে অত্র ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং ইউনিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হতে এবং সিএসআর সেল বিডিএমডি হতে বিলুপ্ত হয়ে নবগঠিত সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০১৭ হতে এসএফইউ ৪৮, মতিঝিলস্থ ভবনের ৭ম তলায় এর কার্যক্রম শুরু করে।

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের কার্যক্রমের মধ্যে গ্রিন ব্যাংকিং (পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং) ও কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) অন্যতম।

গ্রিন ব্যাংকিং: সাধারণভাবে গ্রিন ব্যাংকিং বলতে বুঝায় যতটা সম্ভব টেকসই, সুষম পরিবেশবান্ধব ও নৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থ বিনিয়োগ করা যেখানে পরিবেশ, সমাজ, জীববৈচিত্রসহ প্রাকৃতিক সম্পদকে সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচিত হয়। এজন্য এটাকে নৈতিকতাসমৃদ্ধ (Ethical) এবং টেকসই (Sustainable) ব্যাংকিংও বলা হয়।

টেকসই ব্যাংকিং (সাসটেইনেবল ব্যাংকিং): টেকসই ব্যাংকিং বা সাসটেইনেবল ব্যাংকিং বলতে গ্রিন ব্যাংকিং, নৈতিক ব্যাংকিং ও সিএসআর কার্যক্রমের সমন্বিত রূপকে বুঝায় যেখানে ব্যাংকিংয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় পরিবেশবান্ধব ও সামাজিক কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারায়।

সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা: গত ২০/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৫০২তম সভায় জনতা ব্যাংকের সিএসআর কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অনুমোদন দেয়া হয় এবং অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের আওতায় দেশের অসহায়, দরিদ্র, ভাসমান, শীতার্ত মানুষের মধ্যে প্রতি বৎসর কম্বল (শীত বস্ত্র) বিতরণ করা সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের অন্যতম প্রধান কাজ।

ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা: সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় রাষ্ট্রমালিকানাধীন ৫টি (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রুপালী ও বেসিক) ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে আলামিন সেন্টার, ২৫/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে কর্মরতদের পোষ্যদের জন্য একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিবরণী সংক্রান্ত কার্যক্রম: ব্যাংকের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট হতে গ্রিন ফাইন্যান্স ও গ্রিন ব্যাংকিং এবং সিএসআর বিষয়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে নির্ধারিত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গ্রিন ব্যাংকিং ও ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে সিএসআর এবং Gender Equality বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন ও পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা, সচেতন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলন, অনুশীলন, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, অফিস স্টেশনারি ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার, অন-লাইন যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের মাধ্যমে 'পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সাসটেইনেবল ও গ্রিন ফাইন্যান্স' এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নীতিমালা প্রণয়ন: বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএফডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ০৮/০২/২০১৭-এর নির্দেশনা এবং পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের আলোকে ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি-৮৫৯/১৯, তারিখ-১৪/০২/১৯-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি-৩৯১/১২, তারিখ: ২৫/০৭/২০১২-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত গ্রিন ব্যাংকিং পলিসি পরিমার্জন করে রিভাইজড গ্রিন ব্যাংকিং পলিসি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি-৮৮৭/১৯, তারিখ: ৩০/০৭/২০১৯-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন মেলা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কাজের সাথে দেশের আপামর জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলায়' জনতা ব্যাংকের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন। এ লক্ষ্যে উন্নয়ন মেলায় প্রদর্শনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্টের লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, ব্রুশিয়ার, সিডি সংগ্রহপূর্বক তা সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ।

গ্রিন ফাইন্যান্সের আওতায় বর্তমানে সোলার প্যানেল, জৈব সার উৎপাদন, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, কেঁচো কম্পোস্ট সার তৈরি এবং পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদনের জন্য উক্ত খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে গ্রিন ব্যাংকিংয়ের আওতায় ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	পণ্য/উদ্যোগ	২০১৪		২০১৫		২০১৬		২০১৭		২০১৮	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
০১	বায়োগ্যাস	৪২	০.৪৬	১৩	১.০৬	১২	০.০৭	২০	০.১০	১৪	০.০৪৩
০২	সোলার প্যানেল	৯৬	০.৭৭	৯০	০.৫৮	১৮৫	১.২৩	১৮৬	১.১৫৫	১০২	০.৯২৮
০৩	জৈব সার	২৪	০.১২	১৩	০.০৬	২১	০.০২	০২	০.০০২	১	০.০১
০৪	এইচএইচকে (HHK)	১০	৫৯.১৪	০৫	১৫.৪৭	০	০	০	০	২৪	৫১.৩৮
০৫	অন্যান্য	১৫	৩.০৩	০৮	১৯.৫৭	০৬	১১.১২	২২	৬৫.১৭৮	---	---
		১৮৭	৬৩.৫২	১২৯	৩৬.৭৪	২২৪	১২.৪৪	২৩০	৬৬.৪৩৫	১৪১	৫২.৩৬১

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ও সিএসআর সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সমন্বয়করণ, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এসএফইউ-এর প্রধান এসডিজি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ।

Fintech বাংলাদেশের ব্যাংকিংয়ে এর বিকাশ ও সম্ভাবনা

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খোকন
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
আরপিএসডি
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

Finance (অর্থ) ও Technology (প্রযুক্তি) সম্মিলিত হয়ে ব্যাংকিং, আর্থিক ও বিনিয়োগ খাতের দিগন্ত প্রতিনিয়তই পরিবর্তন করে চলেছে যা Fintech নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে । বলা বাহুল্য যে, এ পরিবর্তন এসব খাতকে ক্রমশ অগ্রগতির পথে ধাবিত করছে। এ অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে এ খাতসমূহে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন প্রযুক্তি, Big Data, Artificial Intelligence ও Machine Learning ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ, নিখুঁত পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ।

বিস্তৃত অর্থে, Fintech শব্দটি আর্থিক পরিষেবা শিল্পে প্রযুক্তি-চালিত উদ্ভাবনকে বোঝায়। ফিনটেক আর্থিক পরিষেবা এবং পণ্যাদির নকশা (Design) প্রণয়ন এবং বিতরণে প্রযুক্তিগত কৌশলগুলোর প্রয়োগকে বুঝিয়ে থাকে। অন্য অর্থে, ফিনটেক বলতে নতুন প্রযুক্তি এবং তাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের সাথে জড়িত কোম্পানি ও এসব কোম্পানির সেবা গ্রহণকারী আর্থিক খাতের কোম্পানিগুলোর সমন্বিত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রকেও বোঝানো হয়ে থাকে। Fintech-এর উদ্ভাবনগুলি ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারীদের (বর্তমানে ব্যবহৃত) প্রচলিত ব্যবসায়িক মডেলগুলিকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ফিনটেক ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত নতুন রূপ দিচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফিনটেক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডেটা প্রক্রিয়াকরণ এবং Routine work automation-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপরে তা এমন সিস্টেমসমূহ উদ্ভাবন করে যা কতগুলো নির্দিষ্ট বিধি এবং নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম। পরবর্তীতেকালে ফিনটেক জটিল Machine Learning যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উন্নীত হয়েছে, যেখানে কম্পিউটার প্রোগ্রাম সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় তা 'শিখতে' সক্ষম হয়। কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশনে, উন্নত কম্পিউটার সিস্টেমসমূহ মানব সক্ষমতা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর্যায়ে কর্ম-সম্পাদন করে চলেছে। ফিনটেক আর্থিক পরিষেবা শিল্পকে বিভিন্ন উপায়ে পরিবর্তন করেছে। যেমন- ব্যাংকিং ব্যবসার প্রসার ও উৎকৃষ্ট মানের গ্রাহকসেবা প্রদান, বিনিয়োগ পরামর্শ, আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ এবং নতুন পেমেন্ট ব্যবস্থার উদ্ভাবন–এ বিষয়গুলোকে ফিনটেক নতুন মাত্রা দিচ্ছে।

নানা ধরনের পরিষেবা এবং অ্যাপ্লিকেশনসমূহ ফিনটেকের অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে ফিনটেক বিকাশের যে ক্ষেত্রগুলি ব্যাংকিং শিল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক এখানে সেগুলোর উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাক।

ডেটাসেটসমূহের বিশ্লেষণ

ব্যাংকিং খাতে প্রচলিত তথ্য ও ডেটা, যেমন- গ্রাহকসংক্রান্ত নানা তথ্য, দৈনন্দিন লেনদেন, জার্নাল, লেজার, Statement of Affairs ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক সূচক (Economic indicators), সোশ্যাল মিডিয়া ও Sensor network-এর মতো অপ্রচলিত ডেটা উৎসগুলি থেকে প্রাপ্ত প্রচুর বিকল্প ডেটার (Alternative data) ব্যবহার ও বিশ্লেষণে Fintech মূল ভূমিকা পালন করে।

বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম

অত্যন্ত বড় আকারের ডেটাসেটের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial intelligence-কম্পিউটার সিস্টেমসমূহ যেগুলি এমন কিছু কাজ করতে সক্ষম যা করতে পূর্বে মানব বুদ্ধির প্রয়োজন হতো) জটিল, Non-linear সম্পর্কসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রচলিত গাণিতিক পদ্ধতি ও পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা আরও উপযোগী হতে পারে। বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কৌশলগুলির অগ্রগতি বিভিন্ন ডেটা বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সহজ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এখন বিশ্লেষকরা ট্র্যানজেকশন প্রোফাইল (TP), KYC, CRG, Credit Rating ইত্যাদি বিষয়ক বিপুল পরিমাণ ডেটা থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বের করে আনতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে ঝুঁকছেন।

স্বয়ংক্রিয় সেবা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বিভিন্ন রোবট ও Chatbotগুলো উপযুক্ত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণে ব্যাপক মাত্রায় সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ

আর্থিক রেকর্ড ও ডেটার সুরক্ষার ক্ষেত্রে Blockchain এবং বিতরণযোগ্য লেজার প্রযুক্তি (Distributed ledger technology) আর্থিক সম্পদের লেনদেন রেকর্ড রক্ষণ, ট্র্যাক রাখা এবং সঞ্চয় করার সহজ উপায় তৈরি করছে। এসব নতুন প্রযুক্তি আরও নিরাপদ উপায়ে গ্রাহকদের বিভিন্ন তথ্য ও ডেটা সংরক্ষণ করতে সক্ষম যা গ্রাহকসংক্রান্ত তথ্যের ক্ষতি বা গ্রাহকদের হিসাব থেকে অর্থ চুরি হওয়া রোধ করা থেকে শুরু করে অন্যান্য জালিয়াতি বা মানিলন্ডারিংয়ের মতো অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে পারবে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ফিনটেক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত চালকসমূহের মধ্যে রয়েছে ডেটার পরিমাণ, প্রকার, উৎস ও গুণাগুণসহ ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যা কোনো বিশাল ডেটা ও তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হবে।

ফিনটেক কোম্পানিগুলোর উল্লেখযোগ্য গতি অর্জনের ফলে ব্যাংকগুলি এখন তাদের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে কিভাবে সহযোগিতা বা সহ-উদ্ভাবন করতে পারে তা খতিয়ে দেখছে। বড় বড় ব্যাংক ও ফিনটেক ফার্মগুলি একে অপরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। ব্যাংকের রয়েছে একটি বৃহৎ গ্রাহক ভিত্তি, স্থিতিশীল অবকাঠামো, সম্পদ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক জ্ঞান। অপরদিকে ফিনটেক ফার্মগুলি বাক্সের বাইরে চিন্তা-ভাবনা করে, এদের রয়েছে প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পরিবর্তনের সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল উদ্ভাবনের দুর্দান্ত ক্ষমতা। ফলশ্রুতিতে, একসাথে তারা একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেয়ে সহযোগিতামূলক আচরণ করলে মানসম্মত আর্থিক পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যাংক আরও বেশি সফল হতে পারবে। সন্দেহ নেই সামনের বছরগুলিতে এক্ষেত্রে আমরা আরও বৃহত্তর মাত্রায় সহযোগিতা এবং একীভবন প্রত্যক্ষ করব।

প্রতিবেশী দেশ ভারত ও উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও ফিনটেক-এর প্রয়োগ শুরু হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইতোমধ্যে স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং হাউস, বৈদ্যুতিক তহবিল স্থানান্তর (Electronic fund transfer), জাতীয় পেমেন্ট স্যুইচ, Real-time gross settlement, স্বয়ংক্রিয় ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), ব্যাংকচালিত মোবাইল আর্থিক পরিষেবা এবং এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দিকনির্দেশনা চালু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্ভাবনী ড্যাশবোর্ড দ্বারা ব্যাংকগুলোতে Off-site supervision নিশ্চিত করেছে ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে। ফলস্বরূপ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ব্যাংকিং অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি এখাতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রাণবন্ত অর্থনৈতিক বিকাশের আশা জাগাচ্ছে। একইভাবে, মোবাইল ফোন এবং বিকল্প ব্যাংকিং চ্যানেল, যেমন এজেন্ট ব্যাংকিং লক্ষ লক্ষ মানুষকে

আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় আনছে। যার ফলে তাদের প্রথমবারের মতো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল মানি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আলিবাবার মতো বিশ্বসেরা বহুজাতিক কোম্পানি বাংলাদেশের একটি মোবাইল আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারী কোম্পানির সাথে অংশীদার হয়েছে। এছাড়া IFC (International Finance Corporation-বিশ্বব্যাংকের একটি সহযোগী সংস্থা) ও Norfund-The Norwegian Investment Fund for Developing Countries (নরওয়েভিত্তিক একটি সহযোগিতা সংস্থা) স্থানীয় দুটি ভিন্ন ব্যাংকের ইক্যুইটির অংশ কিনেছে, যা এদেশের ব্যাংকিং খাতের আর্থিক ভিত্তি মজবুতকরণ ও প্রশাসনিক উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। বিদেশী সংস্থাগুলোর এ অংশগ্রহণসমূহ আমাদের আর্থিক খাতে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (Foreign direct investment) ক্রমবর্ধমান আস্থা সম্পর্কে বিশ্বকে জানান দিচ্ছে।

ফিনটেক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে এবং ফিনটেক থেকে এদেশ প্রভূত উপকৃত হতে পারে। এদেশে একটি বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা দ্রুত প্রযুক্তি গ্রহণ করতে সক্ষম এবং ফিনটেকের সফল ব্যবহারকারী হতে পারে। এছাড়া এখানে রয়েছে ব্যাংকিং খাতে কর্মরত তরুণ, দক্ষ ও উদ্ভাবনী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাংকারদের একটি বিশাল দল। বর্তমানে দেশের মোবাইল ফোনের Subscription ঘনত্ব সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, যার ফলে ব্যাংক বহির্ভূত জনগণকে ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করার চ্যালেঞ্জ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবা নেটওয়ার্কে আরও বেশি লোকের অংশগ্রহণকে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যে সূচকগুলোর প্রয়োজন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সে সূচকসম্বলিত পরিবেশও এখানে অনুকূল। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যথাযথ উৎসাহ পাওয়ার সাথে সাথে, বাংলাদেশের আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর দক্ষ, কার্যকর ও গ্রাহকমুখী করার স্বার্থে রূপান্তরের নতুন যাত্রায় ফিনটেক গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

একথা সত্য যে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ নিম্ন আয় শ্রেণিভুক্ত এবং তাদের অনেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক পরিণতির হুমকির মধ্যে বসবাস করছে। ফিনটেক ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশগতভাবে দায়বদ্ধ অর্থায়নকে এখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। ডিজিটাল ব্যাংকিং-এর প্রসার ও ব্যাংক খাতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে ব্যাংকিং পরিষেবায় প্রবেশাধিকার দেয়ার বিশাল চ্যালেঞ্জকে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে আর্থিক পরিষেবায় সার্বজনীন প্রবেশ নিশ্চিত করার সরকারের প্রতিশ্রুত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, জনমিতিক রূপান্তর এবং গ্রাহকের প্রত্যাশা পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতকে আগামী বছরগুলোতে বর্তমান অবস্থার তুলনায় একেবারেই আলাদা দেখাবে। এক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হবে স্থানীয় ব্যাংকগুলোতে ফিনটেকের সফল ব্যবহার। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে মূল ভূমিকা পালন করবে বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলি।

ব্যাংকে নগদ লেনদেনে অথবা ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে চেকের ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় চেক প্রদানকারীর হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষে চেকের প্রাপককে টাকা প্রদান করা সম্ভব হয় না। অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রত্যাখান করা হয় যা চেক ডিজঅনার নামে পরিচিত। পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারণে চেক ডিজঅনার হলে হিসাবধারীর বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। ডিজঅনার হওয়া চেকের বাহক হিসাবধারী নিজে হলে সেটা কোনো অপরাধ নয় কিন্তু যদি এমন হয় যে অ্যাকাউন্টধারী অন্য কাউকে চেক দিলেন এবং সেটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখাত হলো, তবে সেটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে। দি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট-১৮৮১, ধারা ১৩৮, ১৪০ ও ১৪১-এ সেইসব অপরাধের শাস্তি ও প্রতিকারের সুরক্ষা বিধান করা হয়েছে। এই আইনে মামলা দায়ের করতে হলে চেক প্রদানকারী কর্তৃক চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস সময়ের মধ্যে অথবা এর কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ের মধ্যে যেটি আগে হয়ে থাকে, সে অনুযায়ী চেকটি নগদায়নের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে। চেকটি অপরিশোধিত অবস্থায় ফেরত আসার অর্থাৎ চেক ডিজঅনার হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে হিসাবধারীকে চেক ডিজঅনার হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে চেকে উল্লিখিত অংকের টাকা প্রদানের দাবী জানিয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে। চেক ইস্যুকারীকে তিনভাবে উপরোক্ত দাবী জানানো যায়: ক) চেক প্রদানকারী অর্থাৎ নোটিশ গ্রহীতার হাতে সরাসরি নোটিশ প্রদান করে অথবা খ) প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে চেক প্রদানকারীর জ্ঞাত ঠিকানায় অর্থাৎ সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানায় কিংবা বাংলাদেশে তার ব্যবসায়িক ঠিকানা বরাবর নোটিশ প্রেরণ করে অথবা গ) বহুল প্রচারিত কোনো জাতীয় বাংলা দৈনিকে নোটিশটি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে। আইনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'অথবা' বলা হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেই হবে। নোটিশ প্রেরণ না করে কোনোভাবেই সরাসরি মামলা দায়ের করা যাবে না। চেক প্রদানকারী নোটিশ প্রাপ্তির পর চেকের প্রাপক বরাবরে চেকে উল্লিখিত অংকের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বর্ণিত সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চেক দেওয়া হয়েছে কেবল তিনিই মামলা দায়ের করতে পারেন। ব্যাংকের এলাকা যে আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত সেই আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়ের করতে হবে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। মামলা দায়েরের সময় মূল চেক, ডিজঅনারের রশিদ, আইনি নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তির কপি, পোস্টাল রশিদ, প্রাপ্তি রশিদ আদালতে প্রদর্শন করতে হবে। এসবের ফটোকপি ফিরিস্তি আকারে মামলার আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

মামলার আরজিতে চেক প্রদানকারীর নাম, প্রদানের তারিখ, ডিজঅনার হওয়ার তারিখ, ব্যাংক ও শাখার নাম, হিসাব নম্বর ও টাকার পরিমাণ এবং কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চেক দেওয়া হয়ে থাকলে ইস্যুকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হলে এই আইনের ১৩৮ ধারার পাশাপাশি ১৪০ ধারা উল্লেখ করতে হবে। মামলা দায়ের করার পর সমন এবং ওয়ারেন্ট দ্রুত জারীর জন্য স্পেশাল তদবির করতে হবে যাতে আসামী হাজির হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়ের করলেও অপরাধের মূল বিচার হয় দায়রা আদালতে। দায়রা আদালত ইচ্ছা করলে যুগ্ম দায়রা আদালতে মামলাটি বিচারের জন্য পাঠাতে পারেন। বিচার শেষে অপরাধের শাস্তি হিসেবে আইনানুসারে আদালত এক বছরের কারাদণ্ড অথবা চেকে বর্ণিত অর্থের তিনগুণ পর্যন্ত পরিমাণ অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। অন্যান্য ফৌজদারি মামলায় জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়, কিন্তু চেক ডিজঅনার মামলায় জরিমানার টাকা চেকের বাহক পান এবং জরিমানার মাধ্যমে চেকের টাকা আদায় না হলে দেওয়ানি মামলাও দায়ের করা যায়। এক্ষেত্রে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় তবে শর্ত হচ্ছে, চেকে উল্লিখিত টাকার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ টাকা যে আদালত দণ্ড প্রদান করেছেন সেই আদালতে জমা দিতে হবে।

যদি কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে মামলা করা না যায় তবে দণ্ডবিধি ৪০৬ ও ৪২০ ধারা অনুসারে ফৌজদারি মামলা করা যায়। কিন্তু এসব মামলার ক্ষেত্রে টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই। দোষী সাব্যস্ত হলে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

শুভ উদ্বোধন

নতুন এরিয়া অফিস, নেত্রকোনার শুভ উদ্বোধন

গত ২ মে, ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের নতুন সৃষ্ট এরিয়া অফিস, নেত্রকোনা-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন এরিয়া অফিসের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক এস, এম আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম খান ও মেয়র, নেত্রকোনা পৌরসভা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ ইসমাইল হোসেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্যামল কৃষ্ণ সাহা। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে তারাকান্দা শাখা নতুন ভবনে স্থানান্তর

গত ১২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, তারাকান্দা শাখা, ময়মনসিংহ নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মোঃ ফজলুল হক, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তারাকান্দা এবং মোঃ ইসমাইল হোসেন, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, মহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন লায়েস আহমদ সাদরুল আলম, উপমহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহ।

জনতা ব্যাংকের সাথে পেট্রোবাংলার চুক্তি স্বাক্ষর

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির বিল ওমান ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল (ওটিআই)-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধের বিষয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। গত ৫ মে, ২০১৯ তারিখে পেট্রোবাংলার বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারকে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মোঃ রুহুল আমিনের উপস্থিতিতে জনতা ব্যাংক স্থানীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোবারক হোসেন ও পেট্রোবাংলার সচিব সৈয়দ আশফাকুজ্জামান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। এ সময় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, ডিএমডি মোঃ তাজুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) মোঃ হারুনুর রশিদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কে, এম, সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ও ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের নতুন পরিচালক

কে, এম, সামছুল আলম

সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ কে, এম, সামছুল আলম গত ৬ মে, ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা ল' কলেজ হতে ১৯৮৪ সালে এল.এল.বি. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মার্কেটিং বিষয়ে যথাক্রমে বি.কম (সম্মান) ও এম.কম ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রথম বিআইডব্লিউটিসি'র বাজেট অফিসার হিসেবে ২৪.০২.১৯৮৫ তারিখে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি বি.সি.এস-১৯৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৫.০২.১৯৮৮ তারিখে সহকারী জজ হিসাবে যোগদান করেন। তিনি তাঁর কর্মসময়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সলিসিটরসহ দেশের বিভিন্ন আদালতে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাইবার ট্রাইবুন্যাল (বাংলাদেশ)-এর প্রথম বিচারক (জেলা জজ) এবং সর্বশেষ কুমিল্লা জেলার সিনিয়র জেলা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

কে, এম, সামছুল আলম ১৯৫৯ সালে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী নূর উন নাহার একজন সাবেক ইংরেজি শিক্ষিকা। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ গত ২২ মে, ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৭ সালে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহকারি সচিব হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে জাতিসংঘে জুনিয়র প্রফেশনাল অফিসার হিসেবে যোগদান করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে UNDP, UNHCR, UNDCP ও UNOPS-তে অবদান রাখেন। তিনি আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ১৯৫২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ গত ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ সালে ফিন্যান্স বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে ও বিদেশে তাঁর বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র ইকোনমিস্ট হিসেবেও দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমদ ১৯৬৭ সালে ঢাকা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

সারাদেশ

খেলাপী ঋণ আদায় ও ব্যাংকের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রগতি পর্যালোচনা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের উদ্যোগে গত ১০ জুন, ২০১৯ তারিখে খেলাপী ঋণ আদায়, ব্যাংকের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন-অগ্রগতি পর্যালোচনা ও গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি মোঃ তাজুল ইসলাম। বিভাগীয় জিএম মোঃ সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএএম ডিভিশনের জিএম মোঃ জসীম উদ্দিন এবং আরপিডি'র জিএম মোঃ শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

জনতা ব্যাংক চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কৃতি সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও সংর্বধনা সভা গত ১১ মে, ২০১৯ তারিখে আগ্রাবাদস্থ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ কামরুল আহছান। এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-বি'র ডিজিএম মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-সি'র ডিজিএম মোঃ ফারুক আহমদ ও এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-এ'র ডিজিএম মোঃ সরওয়ার কামাল। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক/সমমানের পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ২৮ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে নগদ ২০ হাজার টাকা ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

কুমিল্লায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের দোয়া মাহফিল

জনতা ব্যাংক লিমিটেড বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কুমিল্লা বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত ২২ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি, কুমিল্লার সভাপতি এজিএম মোঃ আবুল হাসনাত আজাদের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট বন বিভাগের র‍্যালিতে জনতা ব্যাংকের লোগো সম্বলিত টি-শার্ট প্রদান

সম্প্রতি সিলেট বন বিভাগের উদ্যোগে 'বৃক্ষরোপন অভিযান ও বিভাগীয় বৃক্ষমেলা-২০১৯' এর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে বিতরণের জন্য জনতা ব্যাংকের সৌজন্যে ব্যাংকের মনোগ্রাম সম্বলিত ১০০০ টি-শার্ট প্রদান করা হয়। বৃক্ষরোপন অভিযান ও বিভাগীয় বৃক্ষমেলা ২০১৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার বৃক্ষমেলায় জনতা ব্যাংকের অংশগ্রহণের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক সিলেট বিভাগের জিএম, ডিজিএম, এজিএমসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সিলেট বন বিভাগ জনতা ব্যাংকের একটি মূল্যবান গ্রাহক ।

ঢাকায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক সভা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের 'নৈতিকতা কমিটি' ২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৯) সভা, গত ২৭ জুন, ২০১৯ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের কমিটি রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড এমডি ও নৈতিকতা কমিটি'র সভাপতি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। ছবিতে নৈতিকতা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন। সভায় বিগত দিনের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা পরিপালন এবং আগামীর জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ওপর আলোচনা করা হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরস্কার প্রদান নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন গ্রেডে ৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় নির্বাহীদের 'ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সিস্টেম' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ গত ৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় নির্বাহীদের জন্য আয়োজিত দিনব্যাপী 'ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সিস্টেম' (ব্যাচ: ০১/২০১৯) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন। কোর্সে ব্যাংকের ২৫ জন নির্বাহী অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি মোঃ তাজুল ইসলামসহ স্টাফ কলেজ, ঢাকার প্রিন্সিপাল (জিএম) কাজী গোলাম মোস্তাফা ও অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকে আসল ব্যাংক নোট চেনা বিষয়ক সেমিনার

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত গ্রাহকদের 'জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে আসল ব্যাংক নোট চেনার উপায়' শীর্ষক এক সেমিনার সম্প্রতি ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের জিএম মোঃ মুরশেদুল কবীর।

স্টাফ কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ (জিএম) কাজী গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে সেমিনারে স্টাফ কলেজের ডিজিএম মহাঃ নাজির হোসেন এবং ডিভিশনাল অফিস, ঢাকা-উত্তরের ডিজিএম মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিয়াসহ বিভিন্ন শাখা থেকে আগত ৫০ জন গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন যাঁরা

মোঃ মাহবুবুর রহমান

মোঃ হাবিবুর রহমান গাজী

শেখ মকবুল আহমেদ

জনতা ব্যাংক কর্মকর্তার কন্যার কৃতিত্ব

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার শামসুন নাহার পারভীনের একমাত্র মেয়ে তাবাস্‌সুম জান্নাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফার্ম. পরীক্ষায় (পরীক্ষা-২০১৭, অনুষ্ঠিত: জুলাই-২০১৮) জিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৪.০০ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছেন। তাবাস্‌সুম জান্নাতের পিতা বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মোঃ আনোয়ারুল আজিম। আমরা জনতা পরিবার তাবাস্‌সুম জান্নাতের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

লেখা আহবান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকুরিজীবীদের অবসর ও মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ bulletin@janatabank-bd.com অথবা rps@janatabank-bd.com এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

এসএসসি ২০১৯-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেলো যারা

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- নিশাত তাবাসসুম	
পিতা	- মোঃ আবুল মুনছুর মহাব্যবস্থাপক বিভাগীয় কার্যালয়,বরিশাল	
মাতা	- মেরিনা পারভীন	
বিদ্যালয়	- ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- মুতাসিম মাহমুদ	
পিতা	- মোঃ সরওয়ার কামাল ডিজিএম এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-এ	
মাতা	- ফৌজিয়া সুলতানা	
বিদ্যালয়	- কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।	

নাম	- ইশতিয়াক-উর-রহমান খাঁন	
পিতা	- মোঃ জাকারিয়া ডিজিএম বৈদেশিক বিনিময় কর্পোঃ শাখা, চট্টগ্রাম	
মাতা	- শাহানাওয়াজ বেগম	
বিদ্যালয়	- চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	

নাম	- মাহির ফয়সাল	
মাতা	- ফারজানা খালেক সহকারী মহাব্যবস্থাপক এরিয়া অফিস, টাংগাইল	
পিতা	- মোঃ ফজলুল হক	
বিদ্যালয়	- বিন্দু বাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় টাঙ্গাইল।	

নাম	- নুসরাত নজরানা স্নেহা	
পিতা	- মোঃ নজরুল ইসলাম সহকারী মহাব্যবস্থাপক এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জ	
মাতা	- শিবলী সুলতানা	
স্কুল	- ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ ময়মনসিংহ।	

নাম	- ধ্রুব কিশোর নাগ	
পিতা	- রাখাল রঞ্জন নাগ এজিএম শেখ মুজিব রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	
মাতা	- মিথু চৌধুরী নাগ	
বিদ্যালয়	- কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।	

নাম	- প্রান্ত ভদ্র	
পিতা	- পীযুষ কান্তি ভদ্র এজিএম পোর্ট রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	
মাতা	- মুক্তি রানী ভদ্র	
স্কুল	- কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।	

নাম	- আহসান হাবিব আবীর	
পিতা	- মোঃ জাফর উল্লাহ এসপিও বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম	
মাতা	- সৈয়দা ফয়জুন নাহার	
বিদ্যালয়	- কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।	

নাম	- সৌরভ চক্রবর্তী	
পিতা	- মানবেন্দ্র চক্রবর্তী প্রিন্সিপাল অফিসার (ব্যবস্থাপক) সরাইল সমবায় শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	
মাতা	- শিপ্রা রানী চক্রবর্তী	
স্কুল	- ইসলামপুর আলহাজ কাজী রফিকুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	

নাম	- সপ্তর্ষি মজুমদার	
পিতা	- বিমল কান্তি মজুমদার প্রিন্সিপাল অফিসার, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল	
মাতা	- সুপ্তি রানী বড়াল	
বিদ্যালয়	- বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বরিশাল।	

নাম	- ইশরাত জাহান নূর	
পিতা	- কাজী মোঃ ওয়াদুদ হাসান অফিসার-টেলর এসবি ফজলুল হক রোড শাখা, সিরাজগঞ্জ	
মাতা	- সাবিকুন নাহার	
স্কুল	- সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।	

নাম	- মোঃ সাফায়েত ইসলাম	
মাতা	- মোছাঃ শাহিদা খাতুন অফিসার (ক্যাশ) রানীরহাট শাখা, বগুড়া	
পিতা	- মোঃ সামছুল হক	
বিদ্যালয়	- বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া।	

নাম	- মোঃ ফাহিম শাহরিয়ার	
পিতা	- ফারুক আহমদ্ অফিসার লালদিঘী ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	
মাতা	- কোহিনুর আকতার	
বিদ্যালয়	- চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	

নাম	- মোঃ ফাহিম ফয়সাল	
পিতা	- মোঃ আনিসুল হক অফিসার এরিয়া অফিস, বগুড়া	
মাতা	- সুফিয়া আকতার	
বিদ্যালয়	- পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া।	

এসএসসি ২০১৯-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেলো যারা

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- ইশপিকা আশরাফ অহনা	
পিতা	- মোঃ আশরাফ আলী সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, মাগুরা	
মাতা	- মোছাঃ শাহনাজ পারভীন	
বিদ্যালয়	- মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাগুরা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- রওনক ফারিহা	
পিতা	- মোঃ আসাদুজ্জামান প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জ	
মাতা	- সায়লা পারভীন	
বিদ্যালয়	- সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- মোবাশ্শিরা আফরোজ	
পিতা	- মোঃ মতিউর রহমান প্রিন্সিপাল অফিসার এনআরবি কর্পোঃ শাখা, ঢাকা।	
মাতা	- কামরুননাহার বেগম	
বিদ্যালয়	- ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- অর্পনাদিত্য মজুমদার	
পিতা	- হারাধন মজুমদার প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম -এ	
মাতা	- শেলী দাশ	
বিদ্যালয়	- কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- সুস্মিতা দেবী প্রীমা	
পিতা	- দুলাল চন্দ্র পণ্ডিত সিনিয়র অফিসার নতুন বাজার শাখা, ময়মনসিংহ	
মাতা	- সঞ্চিতা দেবী	
বিদ্যালয়	- প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল, ময়মনসিংহ।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- আফিয়া আঞ্জুম আনিকা	
পিতা	- মোহাম্মদ আলী সরকার সহকারী ব্যবস্থাপক (এসও) চাটমোহর শাখা, পাবনা	
মাতা	- শামীমা আহমেদ শিল্পি	
স্কুল	- চাটমোহর পাইলট গার্লস হাই স্কুল পাবনা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- রাজিয়া সুলতানা মিম	
পিতা	- মোঃ পারভেজ সিনিয়র অফিসার (পিআরএল) এরিয়া অফিস, নোয়াখালী	
মাতা	- শিল্পী আক্তার	
বিদ্যালয়	- নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- মোঃ সাফায়েত হোসেন	
পিতা	- মোঃ সুলতান মিয়া এওজি-১ (ক্যাশ) বগুড়া কর্পোঃ শাখা	
মাতা	- মোছাঃ আয়শা বেগম	
স্কুল	- বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- প্রতিভা জামান পার্বণ	
পিতা	- মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, (কম্পিউটার) বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট	
মাতা	- ইসরাত জাহান পান্না	
বিদ্যালয়	- ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক বিদ্যালয় ও কলেজ ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- মুহাম্মদ রায়হান সাদিক	
পিতা	- মিজানুর রহমান মল্লিক প্রিন্সিপাল অফিসার কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট-এক্সটারনাল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	
মাতা	- রওশনারা মিজান	
স্কুল	- মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়,মিরপুর, ঢাকা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- সাদেকুন নূর আশেকিন অর্পা	
পিতা	- কাজী মোঃ আব্দুল হাই প্রিন্সিপাল অফিসার এরিয়া অফিস, ঢাকা পূর্ব	
মাতা	- নাসিমা আক্তার	
স্কুল	- দেবিদ্বার মফিজ উদ্দিন আহমেদ পাইলট গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- আহমাদ সাদি সিয়াম	
পিতা	- মোঃ সহিদ উল্লাহ প্রিন্সিপাল অফিসার (ব্যবস্থাপক) ক্যান্টনমেন্ট শাখা, ময়মনসিংহ	
মাতা	- জোৎস্না আরা বেগম	
বিদ্যালয়	- সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- তাহসিন হালিম সামিহা	
পিতা	- মোঃ আবদুল হালিম সিনিয়র অফিসার কাটগড় শাখা, চট্টগ্রাম	
মাতা	- রেহানা আক্তার	
বিদ্যালয়	- নৌ-বাহিনী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- সুবাহ্ মাইশা	
পিতা	- মুজিবুর রহমান সিনিয়র অফিসার (পিআরএল) চকবাজার শাখা, চট্টগ্রাম	
মাতা	- সোনিয়া সুলতানা	
বিদ্যালয়	- বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- মোঃ মাহিদুল হোসেন (তৌহিব)	
পিতা	- মোঃ মনোয়ার হোসেন অফিসার প্রধান শাখা, গাইবান্ধা	
মাতা	- মোছাঃ আফছানা হোসেন	
বিদ্যালয়	- রংপুর ক্যাডেট কলেজ, রংপুর।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	- উম্মে কুলছুম যুথি	
পিতা	- মোঃ আঃ করিম মন্ডল এওজি-১ (ক্যাশ) নজিপুর শাখা, নওগাঁ।	
মাতা	- রিনা বেগম	
স্কুল	- নজিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ।	

প্রেসক্রিপশন

ডেঙ্গু বাঁচতে হলে জানতে হবে

ডাঃ মোঃ নুরুল হক খান
চিফ মেডিকেল অফিসার
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ডেঙ্গু এখন আমাদের একার সমস্যা নয়, সারা বিশ্বের সমস্যা। WHO-এর তথ্য অনুযায়ী অতীতের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের আর্দ্র অঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব এক সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০ সালের আগে যেখানে বিশ্বের মাত্র ৯টি দেশ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতো, বর্তমানে তা ১২৬টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই সমস্যা থেকে সহসা মুক্তির কোনো পথ যেহেতু নেই, তাই ডেঙ্গু থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। প্রথমেই জানা দরকার, মশা ছাড়া ডেঙ্গুর আর কোনোও বাহক নাই। তাই মশার প্রজনন রোধ করা, মশা নিধন করা কিংবা মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করাই এই রোগের প্রাথমিক প্রতিরোধ। তবে সব মশা কামড়ালে ডেঙ্গু হয় না; ডেঙ্গু রোগীকে কামড়ানো কোনো স্ত্রী এডিস মশা কামড়ালেই শুধু ডেঙ্গু হতে পারে।

এডিস মশার জীবনকাল ২০-৩০ দিন। স্ত্রী এডিস মশা একসাথে ৬০-১০০ ডিম পাড়ে। পানি না পেলে ডিম শুষ্ক পরিবেশে এক বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। এগুলো সাধারণত কোন পাত্রের কানায় ডিম পাড়ে। যখন পানির সংস্পর্শে আসে তখন ৩ দিনের মধ্যে লার্ভা, পিউপা হয়ে পূর্ণ মশায় রূপান্তরিত হয়। একটি ডিম ফুটতে ২ মি.লি. পানিই যথেষ্ট। ডিম থেকে লার্ভা ফুটে বের হয়ে পাত্রের গায়ে লেগে থাকে। ডিম সাধারণত পরিষ্কার আবদ্ধ পানিতে ফুটে লার্ভা হয়। ডিম থেকে পূর্ণ মশা হলে তা নোংরা স্থানে থাকতে পছন্দ করে না; ওরা ঘরের আনাচে কানাচে অন্ধকার স্থানে লুকিয়ে থাকে; খাটের নিচে, সোফার নিচে, পর্দার আড়ালে বা ভাঁজে, অন্ধকার আর্দ্র পরিবেশে ওদের বসবাস। এডিস মশা দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে রক্তের খোঁজে বের হয় ও সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার আগে আবার রক্তের খোঁজ করে। এই মশা একজনের রক্ত না নিয়ে ৫-১৭ জনকে কামড়িয়ে রক্ত সংগ্রহ করে।

আমাদের করণীয়

নিজ বাসস্থানের আশেপাশে ছোটোখাটো খানাখন্দ, পরিত্যক্ত পাত্র, ডাবের খোসা, পলিথিন ইত্যাদির জমা পানি অপসারণ করায় সচেষ্ট হতে হবে। বাসায় যেসব স্থানে পানি জমে সেসব স্থানের পানি নিয়মিত অপসারণ করতে হবে, বিশেষ করে ফ্রিজের নিচে, এসির জমা পানি, টবের নিচের পাত্রে, বাথরুমে, কিচেনে পেছনের বারান্দায় সপ্তাহে দুই দিন পরীক্ষা করতে হবে। ৩ দিনের জমা পানির পাত্রের কিনারা ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। গাছের কাণ্ডের যেসব স্থানে পানি জমে তাও পরিষ্কার করতে হবে। ঘরের আনাচে-কানাচে এরোসল স্প্রে করতে হবে। বাগানের হাউজে পানি জমা থাকলে Clotech দিতে হবে। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য ফুলহাতা পোশাক, পায়জামা, মোজা পরতে হবে। দিনে-রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে।

এইসব অর্জিত জ্ঞান খাটিয়ে আমরা যদি প্রত্যেকের বাসা ও আঙ্গিনা, অফিস, দোকান, প্রতিষ্ঠান মশামুক্ত করতে পারি, তবে পুরো এলাকা বা শহরই এডিস মশামুক্ত হতে পারে এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধ হতে পারে।

চিকিৎসা নিয়ে দুটো কথা

লক্ষণ মিলিয়ে আসলে জ্বর আসে না সব সময়। জ্বর হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে টেস্ট করাবেন। ডেঙ্গু টেস্ট প্রায় ৭০% ক্ষেত্রে মাত্র সেনসিটিভ হয়। একটি টেস্ট নেগেটিভ হলেই ডেঙ্গু নয়, এটা ঠিক না; ডাক্তারের অবজারভেশনে আস্থা রাখুন। সময় মতো উপযুক্ত টেস্ট না করালে ডেঙ্গু ধরা নাও পড়তে পারে। ডেঙ্গু হলেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, কথাটা মোটেও ঠিক নয়, অধিকাংশ রোগী বাসায় নিরাপদে চিকিৎসা নিতে পারেন। 'প্লাটেলেট কমে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে ডেঙ্গু শক হয়' এটিও ঠিক না। প্লাটেলেট নিয়ে ভীত হবেন না; প্লাটেলেট কম-বেশির সাথে ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোমের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন, ভালো থাকুন।

আইসিটি কর্নার

সাইবার সিকিউরিটি টিপস এন্ড ট্রিকস

বায়েজীদ হাসান ভূঁঞা
পিও-আইটি
আইসিটিডি-সিস্টেম
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রযুক্তি বিশ্বে প্রতিনিয়ত আসছে পরিবর্তন। বাড়ছে প্রযুক্তি পণ্যের সুবিধাদি। একই সঙ্গে বাড়ছে তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি। সাইবার জগৎ মূলতঃ সবার জন্যই সম্ভাবনার উৎস। যদিও আলোর পথে, সম্ভাবনার পথেই হাঁটছে সবাই। কিন্তু থেমে নেই অপরাধ পরিক্রমাও। সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছে সরকার, কর্পোরেট অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ছোট-বড় সব আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থাও। এই সাইবার আক্রমণ শুধুমাত্র উন্নত কারিগরি ও প্রযুক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এবং এটি শুধুমাত্র আইটি সম্পর্কিত সমস্যা নয়। সাইবার আক্রমণ ও আইসিটি ঝুঁকি বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কিত কিছু টিপস ও ট্রিকস জেনে রাখা জরুরী।

১. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং অফিসিয়াল ডাটা নিয়ম মাফিক ব্যাকআপ নিতে হবে এবং ব্যাকআপ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। ২. কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এবং এন্টিভাইরাস নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে। কম্পিউটারে নিয়মিত ভাইরাস স্ক্যান করতে হবে। এন্টিভাইরাসের রিয়েল টাইম প্রটেকশন সব সময় এনাবল রাখতে হবে। ৩. কম্পিউটারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ব্যবহারকারী হিসেবে লগইন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সাধারণ ব্যবহারকারী হিসেবে লগইন করতে হবে। ৪. ডেস্ক ত্যাগ করার পূর্বে অবশ্যই 'উইন্ডো কি + L' চেপে কম্পিউটার লক করে যেতে হবে। ৫. ওয়েব ব্রাউজার নিয়মিত আপডেট করতে হবে। ব্রাউজারসহ কোনো এপ্লিকেশনেই Remember Password অপশনে পাসওয়ার্ড সেভ করা যাবে না। ৭. ব্রাউজারের পপআপ ব্লকার এনাবল করে রাখতে হবে। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সাইটে পপ আপব্লকার এনাবল রাখা যাবে। সম্ভব হলে ব্রাউজারে 'এড ব্লকার' ব্যবহার করতে হবে। ৮. কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল কাজ ব্যতীত অন্য কোন সামাজিক/এন্টারটেইনমেন্ট সাইট ব্রাউজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। শাখা পর্যায়ে অফিসিয়াল/কোর নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটারে কোনোরূপ ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া যাবে না। ৯. ফ্রি ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে (যেমন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিংমল ইত্যাদি) ইন্টারনেট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ১০. সঠিক এবং সিকিউরড https ওয়েব সাইট ব্যতীত অপরিচিত ওয়েব সাইটে অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত তথ্য এবং কোনো প্রকার আর্থিক লেনেদেন ও হিসাবের তথ্য (হিসাব নম্বর, ক্রেডিট কার্ড নম্বার) দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ১১. অফিসিয়াল কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় ও অনুমোদিত সফটওয়্যার ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের সফটওয়্যার (গেমিং, মুভি প্লেয়ার ইত্যাদি) ব্যবহার ও ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ১২. ইমেইল আগত কোনো মেইল খোলার পূর্বেই মেইলটির প্রেরণকারীর পরিচয় নিশ্চিত হতে হবে। সকল আগত ইমেইল প্রেরণকারীর মেইল এড্রেস চেক করে নিতে হবে। ১৩. ইমেইলে আগত কোনো মেইলে লিংক বা Click Here বাটন থাকলে নিশ্চিত না হয়ে কোনোরূপ ক্লিক করা যাবে না। ১৪. ইমেইলে আগত মেইলে কোনো এটাচমেন্ট/সংযুক্তি (*.zip, *.exe, *.vbs, *.bin, *.com, *.pif, *.zzx ইত্যাদি) থাকলে, সংযুক্তিটির ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কোনোরূপ ক্লিক করা যাবে না। ১৫. জাংক ফোল্ডারে আগত মেইলগুলো অপরিচিত হলে ডিলিট করে দিতে হবে। ১৬. ইমেইলে আগত কোনো লোভনীয় অফার বা ভয়-ভীতি দেখালে সেই ফাঁদে পা দিবেন না। যেমন-লটারীতে ৫০ হাজার ডলার জিতেছেন, চাকুরী পেয়েছেন, রাজার ছেলে টাকা দিবে, বন্ধু বিপদে পড়েছে তাকে টাকা পাঠাতে হবে, তথ্য আপডেট না করলে একাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি। ১৭. পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড, মোবাইল ফোন কম্পিউটারে সংযোগ করা যাবে না, এমনকি চার্জের জন্য হলেও। ১৮. সর্বোপরি খেয়াল রাখতে হবে SEC_RITY শব্দটি U অর্থাৎ আপনি ছাড়া নিরাপত্তা অপরিপূর্ণ। তাই কম্পিউটারে কোনো কাজ করার পূর্বে সেই কাজের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

বিশেষ করে তিনটি শব্দ মাথায় রাখুন-

শাখা স্থানান্তর

বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. তারাকান্দা শাখা, ময়মনসিংহ গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা: তারাকান্দা জেলা: ময়মনসিংহ ভবন মালিক: হাজী মৃত আবুল হোসেন	১. তারাকান্দা শাখা, ময়মনসিংহ গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা: তারাকান্দা জেলা: ময়মনসিংহ ভবনের নাম: হাজী মার্কেট ভবন মালিক: মোঃ রফিকুল ইসলাম গং স্থানান্তরের তারিখ: ১২.০৪.২০১৯
২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্পোরেট শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হোল্ডিং নং: ৩৭১, সড়ক: পৌরভবন রোড থানা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভবনের নাম: পৌর ভবন ভবন মালিক: ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা কর্তৃপক্ষ	২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্পোরেট শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হোল্ডিং নং: ১১১১-০, সড়ক: মসজিদ রোড, ওয়ার্ড নং: ৪ থানা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভবনের নাম: মাওলানা ইসমাইল টাওয়ার ভবন মালিক: মোঃ আবুল মনসুর স্থানান্তরের তারিখ: ১৫.০৪.২০১৯
৩. হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর হোল্ডিং নং: ৩৩৪৫ সড়ক: চাঁদপুর কুমিল্লা রোড ওয়ার্ড নং : ৭, হাজীগঞ্জ পৌরসভা থানা: হাজীগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর ভবনের নাম: হাজীগঞ্জ ম্যানশন ভবন মালিক: শাহ মোঃ শফিকুল ইসলাম	৩. হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর হোল্ডিং নং: ৭৭২ সড়ক: আমিন রোড ওয়ার্ড নং: ৬, হাজীগঞ্জ পৌরসভা থানা: হাজীগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর ভবনের নাম: নূরজাহান টাওয়ার ভবন মালিক: মোঃ আবুল হাশেম স্থানান্তরের তারিখ: ২১.০৪.২০১৯

চলে গেলেন যারা

এপ্রিল-জুন ২০১৯ : পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : মোঃ আবুল হোসেন, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ০৪.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : টানবাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ সানাউল হক, অফিস টেলার
যোগদান তারিখ : ২৮.০৬.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ০৫.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : জসিম উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৫.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ০৭.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ সিজিল মিয়া, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ১৮.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : বাহুবল শাখা, হবিগঞ্জ

নাম ও পদবী : আলী আহম্মদ, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-১
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২০.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ আনিসুর রহমান, অফিসার-রুরাল ক্রেডিট
যোগদান তারিখ : ০১.১২.২০১৪
মৃত্যু তারিখ : ২০.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : রূপসা পূর্ব শাখা, খুলনা

নাম ও পদবী : মোঃ নূর আলম, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৭.০৬.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২৩.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ রমিজ উদ্দিন, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ২৮.০৪.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : করের হাট শাখা, চট্টগ্রাম

নাম ও পদবী : এ এস এম রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৬.০৬.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ১৫.০৫.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, পাবনা

নাম ও পদবী : মহেন্দ্র কুমার দেবনাথ, অফিসার-টেলার
যোগদান তারিখ : ২৬.০৬.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ১৭.০৫.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, মৌলভী বাজার

নাম ও পদবী : মোহাম্মদ হোসেন, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ২০.১১.১৯৮০
মৃত্যু তারিখ : ২২.০৫.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোহাম্মদ আলী তালুকদার, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ০১.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২৯.০৫.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-উত্তর

নাম ও পদবী : আবু তালেব, অ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
যোগদান তারিখ : ২২.০৬.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ৩১.০৫.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট, প্রঃ কাঃ, ঢাকা

নাম ও পদবী : নকুল চন্দ্র দেবনাথ, অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৪.০৩.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ০৮.০৬.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ময়মনসিংহ

নাম ও পদবী : মোঃ মুক্তার হোসেন, অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৮.১২.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ০৯.০৬.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ মফিজুল ইসলাম, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ১৫.০৬.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-উত্তর

নাম ও পদবী : আব্দুর রউফ, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ২২.০৬.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, যশোর

নাম ও পদবী : রোস্তম আলী, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ২৪.০৬.২০১৯
শেষ কর্মস্থল : বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা, বগুড়া

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (মার্চ ২০১৯) 'চলে গেলেন যারা' কলামে রংপুর এরিয়া অফিসের মোঃ আবুল কালাম আজাদ নামে দুজন কর্মকর্তা থাকায় এবং যাদের পদবীও এক হওয়ায় ভুলক্রমে মৃত ব্যক্তির ছবির স্থলে জীবিত ব্যক্তির ছবি ছাপানো হয়। ত্রৈমাসিক বুলেটিন সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। একই সাথে আমরা মৃত আবুল কালাম আজাদের রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি সদ্য পিআরএল সম্পন্নকারী মোঃ আবুল কালাম আজাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে আলোকসজ্জায় জনতা ব্যাংক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ দেশের বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের রূপকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র জাতি-রাষ্ট্র ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সুমহান ঐতিহ্যের প্রতীক। সাত দশকের লড়াই-সংগ্রামের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। আর তাই ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনটির গৌরবময় ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে আলোকসজ্জা করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির অর্থায়নে মতিঝিলের দৈনিক বাংলা মোড় হতে বঙ্গভবন, গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকার সড়কদ্বীপে সপ্তাহব্যাপী আলোকসজ্জা করা হয়।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্ত: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ হলো শুদ্ধাচার। কোনো দেশে সম্প্রীতি-সমৃদ্ধি-সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার প্রতিপালন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ও শাস্তি প্রয়োগ করে সমাজের দুর্নীতি, অনিয়ম-অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব হয় না, এজন্য দরকার হয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যাতে রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকগণ চরিত্রগত দিক দিয়ে শুদ্ধ হয়, দেশ পৌঁছে যায় সমৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

বর্তমান সরকার দেশের সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যসব নিয়ম-নীতি পরিপালনের পাশাপাশি সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, ব্যক্তি পর্যায়েও এর চর্চার কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চা বাস্তবায়নের অর্থ হলো একজন নাগরিককে তার কাজ-কর্মে কর্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রনিষ্ঠ হওয়া।

অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মতো দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক জনতা ব্যাংক লিমিটেডকে অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এখানে সফলভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনাকে একটি মহতী উদ্যোগ বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যুক্ত করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মহোদয়কে প্রধান করে প্রধান কার্যালয়ে ১১ সদস্যবিশিষ্ট নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে যে কমিটির প্রধান কাজ সৎ ও শুদ্ধাচারী ব্যাংকার তৈরির মাধ্যমে গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা প্রদান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের নৈতিকতা কমিটি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ক) প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ডিভিশনাল অফিস, এরিয়া অফিস ও কর্পোরেট শাখাসমূহে শুদ্ধাচার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিপালনের জন্য নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং উক্ত নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন। খ) সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ ও রিজিওনাল স্টাফ কলেজসমূহ কর্তৃক ব্যক্তি ও কর্ম জীবনে সততা ও নৈতিকতা শীর্ষক ক্লাসের আয়োজন। গ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরও জোরদার ও মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা/সভা আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ। ঘ) জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন ও আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ এবং তাদের নাম ওয়েব সাইটে প্রকাশ। ঙ) ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য নিজস্ব ডেভেলপার কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজড সফটওয়্যার চালুকরণ। চ) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত নির্বাচিত ছড়াসমূহ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ, ব্যাংকের ওয়েব সাইট ও ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন। ছ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখ: ০৬/১১/২০১৭-এর নির্দেশনা মোতাবেক Code of Conduct for Banks & Non-Banking Financial Institutions-এর অনুরূপ Code of Conduct for Janata Bank Limited প্রণয়ন করে তা ০১/০১/২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি জারীকরণ এবং ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও পিএমআইএস-এ Code of Conduct প্রকাশ। জ) এ ছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, পরিপালন ও বাস্তবায়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে শুদ্ধাচার কৌশলের সঠিক অনুশীলন আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

রুবেল আহমেদ, এসপিও, আরপিএসডি

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং জে. এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্র: মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ